26

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...27 NOV 1996...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

বুয়েটের সঙ্কট ও দুর্ভাবনা

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতি ঘটুক, শিক্ষাঙ্গনে অচলাবস্থার সৃষ্টি হোক এবং ছাত্র-শিক্ষক সম্প্রীতি নষ্ট হোক তা সরকার প্রত্যাশা করে না। দেশবাসীও প্রত্যাশা করে না। কিন্তু দেশের বেশ কিছু প্রধান প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা কিছু কিছু সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিস্থিতি দেশবাসীকে কখনও কখনও উদ্বেগের মধ্যেই ফেলে দেয়।

উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি দেশের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি'কে নিয়ে দেশের এই অন্যতম সর্বোচ্চ শিক্ষাঙ্গনে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। সেখানে ভিসির পদত্যাগের দাবিতে গত সোমবার পর্যন্ত ২৮ দিন ধরে ধর্মঘট পালিত হয়। ভাবলে অবাক না হয়ে পারা যায় না, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি সর্বোচ্চ শিক্ষাঙ্গনে ভিসির অপসারণের দাবিতে ২৮ দিন পর্যন্ত শিক্ষকগণ লাগাতার ধর্মঘট পালন করেন। ভিসি হিসাবে যিনি বহাল ছিলেন তিনিও সংবাদপত্রে দেয়া সাক্ষাতকারে বলেন, 'আমি পদত্যাগ করব না।' পরিস্থিতিটি তাই দড়ি টানাটানি খেলার মতো রূপ ধারণ করে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল মাননীয় শিক্ষক ভিসির অপসারণের দাবিতে ধর্মঘট পালন করেন। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করেননি। পক্ষান্তরে মাননীয় ভিসির মন্তব্য ছিল—সরকার তাঁকে ডিসমিস করলে করতে পারে। তিনি স্বেচ্ছায় এই পদ থেকে পদত্যাগ করবেন না। পাশাপাশি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও শিক্ষকদের দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। তবে বিএনপি সমর্থিত শিক্ষার্থীরা ভিসির অপসারণের পক্ষেও ছিলেন না, বিপক্ষেও নয়। তাঁদের দাবি ছিল, সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে ক্লাস চালুর পরিবেশ সৃষ্টি করুক। কিন্তু সরকার বিষয়টি ফয়সালা করার ব্যাপারে যেন গড়িমসি করছিলেন। অবশেষে ডঃ ইকবাল মাহমুদকে ভিসি নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় যেমনি দেশের সর্বোচ্চ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তেমনি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকবৃন্দ তথা শিক্ষার্থীরাও জাতির কাছে সম্মানিত এবং মর্যাদাশীল। আর এই প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী ভিসির মর্যাদা ও সম্মান ততোধিক এবং এ নিয়ে কোন বিতর্কের অবকাশ থাকার কথা নয়।

এ ক্ষেত্রে অতিশয় দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, অতীতের সেই পাকিস্তান আমল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি পদটির মতো সম্মানিত পদটি নানাভাবে, নানান কারণে বিতর্কিত করে পদটির গুরুত্বকে অনেকাংশে খাটো করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক রীতিনীতি সে আমলে অনুসৃত হয়েছে এমন নজির খুবই কম। বিগত সরকার আমলেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সম্মানিত আসনটিতে নিয়োগ প্রদানে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি উপেক্ষিত হয়েছে।

আমাদের এ প্রসঙ্গে বলার কথা হচ্ছে, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অচলাবস্থা হয়েছিল, তা আর বেশিদিন চলতে দেয়াও বাঞ্ছনীয় হতো না। সম্মানিত শিক্ষক সমাজের দাবির বিষয়টি এবং সেই সাথে শিক্ষার্থীদেরও মতামত যাচাই করে সুষ্ঠুভাবে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসরণ করে এর একটি স্থায়ী ব্যবস্থা অবিলম্বে সরকারের গ্রহণ করতেই হতো এবং সরকার তা করেছেও।

বিষয়টি এতই জটিল আকার ধারণ করেছিল যে, বিষয়টি নিয়ে সময় ক্ষেপণ করার কোন অবকাশ ছিল না। বুয়েটের উপাচার্য নিয়োগের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে ভেবেচিন্তে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দরকার ছিল। কারণ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যেভাবে ক্রমবর্ধমানভাবে অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছিল তাতে শংকিত হয়ে উঠছিল সবাই। তাই বুয়েটের সঙ্কট দূর করতে হলে আর কালক্ষেপণ না করাই ছিল প্রত্যাশিত এবং কালক্ষেপণ করলে তা অদূরদর্শিতারই পরিচয় বহন করতো।